লিপিকার সূচনা

১৯১৯ সাল। গরমের ছুটি হয়ে গিয়েছে। কলেজ বন্ধ। বাইরে যাই নি। পাঞ্জাবের কথা অল্প অল্প ক'রে আসছে লোকমুখে। কবি জোড়াসাঁকোর বাড়িতে। কিছু খবরের কাগজে, কিছু চিঠিতে, জালিয়ানালা-বাগের খবর এসে পৌঁছচ্ছে। রুচিরাম সাহনির কাছ থেকে অনেক-কথা এক দিন বানোয়ারিলাল চৌধুরী কবিকে এসে শুনিয়ে গেলেন। কবি সেই সব শুনে ক্রমেই এমন অস্থির হয়ে পড়লেন যে আমাদের ভাবিয়ে দিলে। রথীবাবুরা বাইরে। আমি মেজোমামাকে (সার নীলরতন সরকার-) ডেকে আনলুম। কবির শরীর তখন এমন দুর্বল যে দোতলা থেকে তিনতলায় উঠতে কষ্ট হয়। সারাদিন একটা লম্বা চেয়ারে শুয়ে। লেখা বন্ধ। কথাবার্তা কম বলেন। হাসি-গল্প তো নেই-ই। মেজোমামা দেখে Complete rest-এর হুকুম দিয়ে গেলেন। শুয়ে থেকে কবি আরও অস্থির হয়ে উঠলেন। Andrews সাহেবকে ডেকে পাঠালেন। পাঞ্জাবে যে কাণ্ড ঘটছে, তা নিয়ে সমস্ত ভারতবর্ষের মধ্যে একজন লোকও প্রতিবাদ করবে না, এটা কবির পক্ষে অসহ্য। Andrews সাহেবকে মহাত্মাজির কাছে পাঠালেন এক প্রস্তাব নিয়ে। তখন বাইরে থেকে পাঞ্জাবে লোক প্রবেশ করা নিষেধ হয়েছে। কবির ইচ্ছা যে মহাত্মাজি যদি রাজী থাকেন, তবে মহাত্মাজি আর কবি দুজনে দিল্লীতে গিয়ে মিলবেন। সেখান থেকে দুজনে এক সঙ্গে পাঞ্জাবে প্রবেশ করবার চেষ্টা করবেন। ওঁদের দুজনকেই তা হলে গ্রেপ্তার করতে হবে। এই হবে ওঁদের প্রতিবাদ। Andrews সাহেব মহাত্মাজির কাছে চ'লে গেলেন।

এ দিকে কবির দিন কাটে না। Andrews সাহেবের পথ চেয়ে ব'সে আছেন। ইতিমধ্যে Andrews সাহেব গান্ধিজির কাছ থেকে ফিরে এলেন। Andrews সাহেব আসতেই অন্য সব কথা ফেলে [কবি] জিজ্ঞাসা করলেন, "কী হোলো? কবে যাবেন? Andrews সাহেব একটু আস্তে আস্তে বললেন, বলছি সব—গুরুদেব কেমন আছেন এই সব কথা পাড়ছেন; কবি আবার বাধা দিয়ে জিজ্ঞাসা করলেন যে কী হোলো? তখন Andrews সাহেব বললেন যে, গান্ধিজি এখন পাঞ্জাব যেতে রাজী নন— I do not

want to embarrass the Government now—শুনে কবি একেবারে চুপ হয়ে গেলেন। এ সম্বন্ধে আর কোনো কথা বললেন না।

বিকালবেলা জোড়াসাঁকোয় গিয়ে শুনি, কবি একটু আগে একটা ঠিকে গাড়ী ডাকিয়ে বেরিয়েছেন। কোথায় কেউ জানে না। কবি যখন যেখানে যান আমিই ব্যবস্থা করি—আমাকে কোনো খবর দেন নি।

বেশ যখন সন্ধে ঘনিয়ে এসেছে—সাড়ে সাতটা, পৌনে আটটা হবে—কবি একটা ঠিকে গাড়িতে ফিরে এলেন। দেখলুম কবি খুব বিচলিত।

রাত্রে ভালো ঘুম হোলো না। ভোর হয় নি—হয়তো চারটে হবে—উঠে স্নান ক'রে বেড়িয়ে পড়লুম। আমাদের সমাজপাড়ার পশ্চিম দিক দিয়ে সরকার লেনের রাস্তায়। গলিতে তখনো গ্যাসের আলো জ্বলছে। জোড়াসাঁকোয় গিয়ে দেখি দোতলার ঘরে আলো জ্বলছে। গরমের দিন, দয়োয়ানরা বাইরে খাটিয়াতে শুয়ে। তাদের জাগিয়ে দরজা খুলিয়ে উপরে গেলাম। সিঁড়ি দিয়ে উঠতে উঠতে সিঁড়ির উপরের জানলা দিয়ে দেখলুম বসবার ঘরের উত্তর-পুবের দরজার সামনে টেবিলে ব'সে কবি লিখছেন। পুব দিকে মুখ ক'রে ব'সে আছেন। পাশে একটা টেবিল-ল্যাম্প জ্বলছে। আকাশ একটু ফর্সা হয়েছে। কিন্তু ঘর তখনো অন্ধকার। আমি ঘরে যেতেই মুখ ফিরিয়ে বললেন, কী এসেছো? এই বলে আবার লিখতে আরম্ভ করলেন। দু তিন মিনিট। তার পরেই একখানা কাগজ হাতে দিয়ে বললেন পড়ো। বড়োলাটকে লেখা নাইটহুড পরিত্যাগ করার চিঠি। আমি পড়লুম।

কবি তখন বললেন—সারারাত ঘুমোতে পারি নি। বাস্ এখন চুকলো। আমার যা করবার তা হয়ে গিয়েছে। মহাত্মাজি রাজী হলেন না পাঞ্জাবে যেতে। কাল তাই নিজেই গিয়েছিলুম চিত্তরঞ্জনের কাছে। বললুম যে, এই সময় সমস্ত দেশ মুখ বন্ধ ক'রে থাকবে এ অসহ্য। তোমরা প্রতিবাদ-সভা ডাকো। আমি নিজেই বলছি যে, আমি সভাপতি হবো। চিত্ত একটু ভেবে বললে, বেশ। আর কে বক্তৃতা দেবে? আমি বললুম, সে তোমরা ঠিক করো। চিত্ত আরেকটু ভাবলে—বললে, আপনি যদি সভাপতি হন, তবে তার পরে আর কারুর বক্তৃতা দেওয়ার দরকার হয় না। আপনি একা বললেই যথেষ্ট। আমি বললুম, তাই হবে। এবার তবে সভা ডাকো। তখন চিত্ত বললে, আপনি একা যখন বক্তৃতা দেবেন, আপনিই সভাপতি, তখন সবচেয়ে ভালো হয় শুধু আপনার নামে সভা ডাকা। বুঝলুম ওদের দিয়ে হবে না।

তখন বললুম, আচ্ছা আমি ভেবে দেখি। এই ব'লে চলে এলুম। অথচ আমার বুকে এটা বিঁধে রয়েছে কিছু করতে পারবো না, এ অসহ্য। আর আমি একাই যদি কিছু করি। তবে লোক জড়ো করার দরকার কি? আমার নিজের কথা নিজের মতো ক'রে বলা-ই ভালো। এই সম্মানটা ওরা আমাকে দিয়েছিল। কাজে লেগে গেল। এটা ফিরিয়ে দেওয়ার উপলক্ষ ক'রে আমার কথাটা বলবার সুযোগ পেলুম।

আস্তে আস্তে তখন ফর্সা হয়ে এসেছে। ঘরের আলো নিবিয়ে দিলুম। Andrews সাহেব এলেন। বড়োলাটকে তার পাঠানো—খবরের কাগজে দেওয়ার জন্য কপি তৈরি ক'রে তিনি বেরিয়ে গেলেন। রামানন্দবাবুকে এক কপি এনে দিলুম। এই সব করতে খানিকটা বেলা হয়ে গেল। দুপুরের দিকে আর জোড়াসাঁকোয় যাই নি। বিকালে গিয়ে শুনি কবি দোতলা থেকে তিন-তলায় চলে গিয়েছেন। দক্ষিণের শোবার ঘরে গিয়ে দেখি একটা ছোটো বাঁধানো খাতা, লাল মলাট দেওয়া। তাতে কী লিখছেন। আমি যেতেই বললেন, এই শোনো আরেকটা লেখা, লিপিকার প্রথম যেটা লেখা হয় "বাপ শ্মশান থেকে ফিরে এলো"। তখন পাঞ্জাব কোথায়, জালিয়ানালাবাগ কবির মন থেকে মুছে গিয়েছে। দিনের পর দিন এক একটা ক'রে "লিপিকা"-র লেখা চলতে লাগলো। শরীরের ক্লান্তি, সমস্ত অসুখ তখন এক দিনের মধ্যেই সেরে গিয়েছে।

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর রচিত চিঠিপত্র-৯ পুস্তকের গ্রন্থপরিচয়ে আংশিক উদ্ধৃত। উপরে তাহাই সংকলিত।